মেরাজের সফর

26th Rajab 1442

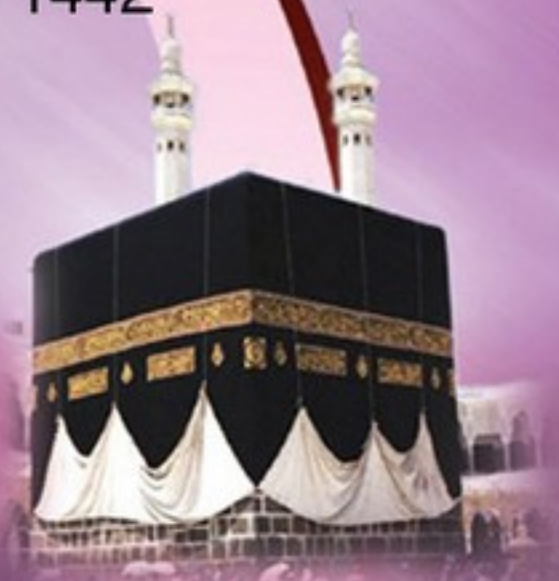

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিশকে আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করে সজ্জিত করো, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করা কিয়ামতে তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে সগীর, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ১৪৪২ হিজরী সনের রজবুল মুরাজ্জবের ২৭তম রাত, **আল্লাহ পাকের** প্রতি লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা যে, **তিনি** আমাদেরকে আরো একবার মহান ফযিলত ও বরকতময় এই পবিত্র রাত নসীব করেছেন, এটি ঐ মহান রাত, যাতে **আল্লাহ পাক** আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করেছেন, এই নুরানী রাতে কি কি আনওয়ার ও তাজাল্লীর বর্ষন হয়েছে, আজকের বয়ানে তা সংক্ষিপ্তাকারে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো, গভীর মনোযোগ এবং

একাগ্রতার সহিত শুনলে اِنْ شَآءَ الله **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা অন্তরে আরো জাগ্রত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজ ও বিবেক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদের নবী, মুহাম্মদে আবরী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যেসকল মুজিযা দ্বারা ধন্য করেছেন, তার মধ্যে মেরাজের সফর খুবই মহান, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন শারীরিক সত্তা সহকারে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর করেছেন, অতঃপর সেখান থেকে আসমান সমূহ এবং এর পরও জান্নাত ও আরশের পরিভ্রমন করেছেন আর **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য নিদর্শনাবলী ও আশ্চর্য বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন, এই পুরো পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ রাতের খুবই সংক্ষিপ্ত অংশে করেছেন, অথচ সফরের বিবরণের ভিত্তিতে সাধারন বিবেক অনুযায়ী মানবীয় শরীর সহকারে এসব কিছু সম্ভব নয়, অসম্ভব হলেও এই পরিভ্রমণ পরিসমাপ্তির জন্য লাখো বছর প্রয়োজন। কিন্তু এই দু'টি বিষয় অর্থাৎ মানবিয় শরীর সহকারে এরূপ পরিভ্রমণ এবং কয়েকটি মুহুর্তেই লাখো বছরের দূরত্ব অতিক্রম করা, শুধু বাহ্যিক দৃষ্টি ও প্রকাশ্য বিবেকের ভিত্তিতে অসম্ভব মনে হয়, অন্যথায় ঈমানের দৃষ্টিতে দেখুন এবং মানবিয় বিবেকের গভীর থেকে ভাবুন, তবে এতে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।

ঈমানী দৃষ্টির জন্য মেরাজের আয়াতের শুরুর দিকের শব্দাবলীই অর্থাৎ "سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ (পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত ১) পবিত্রতা তারই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন।" যথেষ্ট যে, এই ভ্রমন **প্রিয় নবী,**

রাসূলে আবরী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে থেকেই যাননি বরং ঐ পবিত্র সত্তাই তাঁকে ভ্রমন করিয়েছেন, যিনি সকল প্রকার দোষ, স্বল্পতা, অপূর্ণতা, ভূল এবং দূর্বলতা থেকে পবিত্র, যিনি ছয়দিনে আসমান ও জমিন বানিয়েছেন "اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ" (পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ৫৪)। যিনি কোন বস্তুর অস্তিত্ব দিতে চান, তবে শুধুমাত্র এতটুকুই ইরশাদ করেন: "হয়ে যাও, তখনই সেই বস্তু হয়ে যায়।" "اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْــٴًـا اَنْ یَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ۝" (পারা ২৩, সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৮২)। যার হুকুম চোখের পলকেই প্রয়োগ হয়ে যায় "وَ مَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ۝" (পারা ২৭, সূরা কমর, আয়াত ৫০)। সূর্য চন্দ্র যাঁর হুকুমের অনুসারী "مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖؕ" (পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ১২)। যিনি আসমানকে প্রকাশ্য স্তম্ভ ব্যতীত সমুন্নত করেছেন "رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا" (পারা ১৩, সূরা রাআদ, আয়াত ২)। যিনি বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি এবং ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন নক্ষত্রের জগত বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদ্বারা আসমানের প্রশস্ততা সাজিয়েছেন "وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ" (পারা ২৯, সূরা মুলক, আয়াত ৫)। মুমিনের দৃষ্টি তো মেরাজের মুজিযাকে এভাবেই দেখে আর "یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ" (পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩) এর উপর আমল করে হেদায়ত ও কল্যাণ দ্বারা ধন্য হতে থাকে।

আসলে **আল্লাহ**র কুদরতেরই একটি দিক হলো এই মুজিযার ভিত্তি, যাতে পরিভাষায় "طَیِّ زمان" (সময় সংকুচিত হয়ে যাওয়া) এবং "طَیِّ مکان" (দুরত্ব সংকুচিত হয়ে যাওয়া) বলা হয়ে আর এই দু'টি বিষয় উদ্ধৃতি ও বিবেক দ্বারা প্রমাণিত। "طَیِّ زمان" (সময় সংকুচিত হয়ে যাওয়া) হলো, হাজারো বা লাখো অথবা এরচেয়েও বেশি বছরের যুগ কয়েক মুহুর্তেই অতিক্রম করা এবং "طَیِّ مکان" (দুরত্ব সংকুচিত হয়ে যাওয়া) হলো,

হাজারো, লাখো বছরের দূরত্ব কয়েক মুহূর্তেই অতিক্রম করে নেয়া। যুগ ও স্থানের প্রশস্ততা সীমাবদ্ধ সময় ও দুরত্বে চলে আসা সম্পর্কে মুজিযা ও কারামত অকাট্য আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। উভয়ের একটি করে উদাহরণ উপস্থাপন করছি:

"طَیِّ زمان" (সময় সংকুচিত হয়ে যাওয়া) এর দলীল হলো, কোরআনে পাকের সূরা বাকারার ২৫৯নং আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণনা হয়েছে, যার আয়াত ও তাফসীরের আলোকে সারাংশ হলো: হযরত উযাইর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام একটি গাধার উপর আরোহন করে, নিজের সাথে কিছু ফল পানি নিয়ে একটি বসতীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন, যা অধনমিত হয়ে পড়েছিলো। তা দেখে তিনি বললেন: **আল্লাহ পাক** এই লোকগুলোকে তাদের মৃত্যুর পর কিভাবে জীবিত করবেন? **আল্লাহ পাক** হযরত উযাইর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে ১০০ বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন, অতঃপর তাঁকে জীবিত করলেন, তার ফল পানি সবই সেই স্বাভাবিক ছিলো, আর গাধার হাড়গুলো পর্যন্ত ঠিক ছিলো না। **আল্লাহ পাক** হযরত উযাইর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি এখানে কতদিন অবস্থান করছো? তিনি আরয করলেন: আমি একদিন বা এরচেয়েও কম সময় এখানে অবস্থান করছি। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: না, বরং তুমি এখানে ১০০ বছর ধরে অবস্থান করছো। তোমার খাবার ও পানিকে দেখো এখনও দুর্গন্ধ হয়নি এবং তোমার গাধাকে দেখো যার হাড় পর্যন্ত ঠিক নেই। এসব এই কারণেই করা হয়েছে, যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিই। এবার আমার কুদরতের দৃশ্য দেখার জন্য এই হাড়গুলো দেখো যে, আমি কিভাবে একে জীবিত করছি। অতএব কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেই গাদা আবারো সুস্থ সবল অবস্থায়

জীবিত হয়ে গেলো। এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো, গাধার উপর তো ১০০ বছরের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে আর হযরত উযাইর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং ফলও পানির উপর একদিনের সমপরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়েছিলো। এটাই হলো "طَیِّ زمان" (সময় সংকুচিত হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা, যা একটি দীর্ঘ সময় কারো জন্য মুহূর্তেই অতিবাহিত হয়ে যায়।

"طَیِّ مکان" অর্থাৎ দুরত্ব সংকুচিত হয়ে যাওয়া, কোরআনে পাকের অপর একটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে থাকে, যেমনটি কোরআনে পাকের সূরা নামলের ৩৮-৪০ নং আয়াতে উল্লেখিত কালামের সারাংশ ও তাফসীর হলো: হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام রাণী বিলকিসের সিংহাসন সম্পর্কে শুনলেন যে, তা অন্য দেশে অসংখ্য মাইল দুরে রয়েছে। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام রাণীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজের দরবারীদের এভাবে বললেন: সিংহাসন কে নিয়ে আসেবে? একজন শক্তিশালী জ্বিন বললো: আমি আপনার দরবার মুলতবি হওয়ার পূর্বেই সেই সিংহাসন উপস্থিত করবো। কিন্তু এরপর হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উজির, ইসমে আযমের জ্ঞানী হযরত আসিফ বিন বরখীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করলেন: "আমি আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই সেই সিংহাসন উপস্থিত করবো।" অতএব এমনই হলো এবং চোখের পলকেই সেই সিংহাসন সামনে উপস্থিত হয়ে গেলো। এভাবে অন্যান্য আয়াত ও হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা হলো: **আল্লাহ পাক** সক্ষম, ক্ষমতাবান, শক্তিশালী এবং স্রষ্টা, **তিনি তাঁর** কুদরত ও মহিমান্বিত সৃষ্টিকে যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, এটি **তাঁরই** শান।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মেরাজের মুজিযাকে বুঝা ও মেনে নেয়া আরো সহজ হয়ে গেছে, কেননা পূর্বেকার লোকেরা বিশ্বভ্রহ্মান্ডে বিদ্যমান **আল্লাহ**র নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ছিলো না, তাই বিবেক বিরুদ্ধ বিষয়াবলীকে অস্বীকার করে দিতো। যেমন; যদি কোন ব্যক্তি আজ থেকে ১০০০ বছর পূর্বে দাবী করতো যে, লাখো টন ওজনের লোহা নির্মিত প্রাসাদ বাতাসে উড়তে পারবে, তবে লোকেরা ঠাট্টা করতো। কিন্তু আজ উড়োজাহাজকে সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এভাবে ৫০০ বছর পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি বলতো: একটি সুইচ টিপলেই লাখ লাখ পাখা, মেশিন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নড়তে শুরু করবে এবং কোটি কোটি বাল্ব জ্বলে উঠবে আর একটি সুইচ টিপলেই সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে, তবে শ্রবণকারীরা অস্বীকার করতো, কিন্তু আজ পাওয়ার হাউসের একটি সুইচ টিপলেই এসবই আসলেই দুনিয়াতে হচ্ছে এবং সবাই তা মেনে নিয়েছে। যখন মানবিয় জ্ঞান ও প্রকৃতির কারিশমা এমনই আশ্চর্যজনক, তখন **আল্লাহ**র প্রকৃতি সম্পর্কে আপনিই ভেবে দেখুন। শুধু বুঝার জন্য আরয করছি যে, যদি শবে মেরাজে মৌলিক সুইচ বন্ধ করে দিয়ে পুরো পৃথিবীর ব্যবস্থাপনাকে বন্ধ করে মেরাজ করানো হয় এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর আবারো পুরো ব্যবস্থাপনা চালু করে দেয়া হয় তবে তা **আল্লাহ**র কুদরতের কাছে কিছুই নয়। এখন তো বিজ্ঞানীরাও স্পষ্টভাবে স্বীকার করছে যে, আমরা এখনো বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডের রহস্যাবলীর নগন্যতম অংশই জানতে পেরেছি। অতএব নিকট অতীতের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী **"আইনস্টাইন"** বলে গেছে: "আমি রেডিও দুরবীনের মাধ্যমে এমন একটি গ্যালক্সি তো দেখেছি, যা পৃথিবী থেকে দুই কোটি আলোকবর্ষ দূরে, অর্থাৎ আলো প্রতি সেকেন্ডে এক কোটি ছিয়াশি হাজার মাইল অতিক্রম করে

থাকে, সেখানে দুই কোটি বছরে পৌঁছাবে, কিন্তু যতটুকু বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডের সীমা রয়েছে, যদি আমার বয়স এক মিলিয়ন অর্থাৎ দশ লাখ বছরও হয়ে যায় তবুও জানতে পারবো না।”

আমাদের চোখের সামনে অসম্ভব কাজ, সম্ভব হয়ে যাচ্ছে, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই আমাদের আওয়াজ, বার্তা, ই-মেইল হাজার হাজার মাইল দূরে পৌঁছে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে কোন জায়গায় সংগঠিত ঘটনা কয়েক সেকেন্ডেই পুরো দুনিয়ায় টিভি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। কার (গাড়ী) থেকে জাহাজের গতি বেশি এবং নভোযানের গতি আরো বেশি আর মঙ্গলে যাওয়া যানের গতি পূর্ববর্তি সকল যানের চেয়েও বেশি। বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামি হলো আওয়াজের আর আওয়াজের চেয়ে দ্রুতগামি হলো আলো। অনুরূপভাবে বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডে নক্ষত্রের ঘূর্ণনের গতি অবিশ্বাস্য সীমার। এই বাস্তবতার নিমিত্তে ভাবুন, এই সকল গতির স্রষ্টা, বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডে মালিক যদি **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কয়েক মুহূর্তে লাখো মাইলের ভ্রমন এবং নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেন তবে এতে কোন বিষয়টি অসম্ভব ও বিবেক বিরুদ্ধ হবে? (মাসিক ফয়যানে মদীনা, এপ্রিল ও মে ২০১৮ইং, ২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যেমন যুগ তেমন মুজিযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সর্দার। সকল নবীদের মুজিযা তাঁদের নবুয়তের দলীল হয়ে থাকে, মুজিযাই হলো সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যের দলীল, **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক নবীকে তাঁদের যুগের অবস্থা এবং উম্মতের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী

মুজিযা দান করেছেন। হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام থেকে শুরু করে হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পর্যন্ত যত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, **আল্লাহ পাক** ঐ সকল নবীদেরকে প্রায় তাঁদের যুগোপযোগী মুজিযা দান করেছেন, যেমন; হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নবুয়তের যুগে যেহেতু জাদু এবং জাদুকরের কার্যকলাপ উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, তাই **আল্লাহ পাক** তাঁকে "يَدِبَيْضا" অর্থাৎ উজ্জল হাত এবং "লাঠি"র মুজিযা দান করেছেন।

(তাফসীরে কবীর, সূরা তহা, ৬৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৭৪-৭৫)

হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান খুবই উন্নতির শিখড়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, এমন এমন চিকিৎসক ছিলো, যারা বড় বড় রোগের ভাল চিকিৎসা করতো, যার কারণে রোগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে যেতো, লোকেরা সেই চিকিৎসকদের দ্বারা এতই প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলো যে, ব্যস এরাই সবকিছু, কিন্তু সেই চিকিৎসকদের নিকটও জন্মান্ধ, কুষ্ঠ রোগ এবং মৃত্যুর কোন চিকিৎসা ছিলো না। এই তিনটি বিষয়ের চিকিৎসায় তারা অপারগ ছিলো, তখন **আল্লাহ পাক** হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে যেই মুজিযা দান করেছেন তার মধ্যে একটি হলো যে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জন্মান্ধের জন্য দোয়া করলে **আল্লাহ পাক** তাকে দৃষ্টি শক্তি প্রদান করে দিতেন, হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কুষ্ঠ রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে আরোগ্য প্রদানকারী **আল্লাহ পাক** তাকেও আরোগ্য দান করে দিতেন আর হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ পাকে**র প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মৃতকেও জীবিত করে দিতেন।

অনুরূপভাবে সকল নবীকে সেই যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী মুজিযা দান করেছেন।

অতঃপর যখন আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন তা ভাষা ও বাকপটুতার যুগ ছিলো, আরবের লোকেরা বাগ্মীতা ও বাকপটু (অর্থাৎ বিস্তারিত ভাবে সময়োপযোগি কথাবার্তা বলতে পারদর্শী) ছিলো এবং তারা তাদের ভাষা নিয়ে খুবই গর্ব করতো, কিন্তু যখন তাদের সামনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোরআনে পাকের আয়াত তিলাওয়াত করেন, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেলো, কোরআনে পাকের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে অপারগ হয়ে গেলো এবং মানতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিলো যে, এটা কোন মানুষের বাণী নয়। স্বয়ং **আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে এমন বাগ্মীতা দিয়েছেন যে, এর উদাহরণ পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক যুগই আমার নবী'র যুগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধুমাত্র আরবদের যুগই তো **আমাদের নবী** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর যুগ নয় বরং এখনকার যুগও তো আমার নবীর যুগ হওয়ার ছিলো, আর বর্তমান দুনিয়া উন্নতি করবে, বিজ্ঞানীরা আসবে, মাসের সফর ঘন্টায় অতিক্রম করবে, চাঁদ এবং মঙ্গল পর্যন্ত যাওয়ার দাবী করবে, দূরের দূরের জিনিষ নিকটে হয়ে যাবে, হয়তো বর্তমানকার কোন ব্যক্তি এরূপ বলবে যে, যদি তোমাদের নবী আমাদেরও নবী হয়, এই যুগের নবী হয় তবে বর্তমানকার বিজ্ঞানের উপযোগী এমন কোন মুজিযা আছে কি? তখন মেরাজের মুজিযা এমন একটি উত্তর, যার প্রতোত্তর পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীদের কাছেও নেই। মেরাজ ঐ মহান রাত, যাতে মুজিযা আমাদের **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছিলো এবং এই রাতে **আল্লাহ পাক তাঁকে** নিজের দীদার দ্বারা ধন্য করেছেন আর তিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় কপালের চোখে আপন

প্রতিপালকের দীদার করেন, রাতের খুবই সংক্ষিপ্ত অংশে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জমিন, আসমান, জান্নাত, দোযখ, **আল্লাহ**র আরশসহ লা'মকানের সফর করে এসে গেলেন এবং বিজ্ঞানের বানানো যানের গতি এক দিকে আর **মুস্তফা করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজে যাওয়া এবং আসার গতি অপর দিকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মেরাজের সফর সম্পর্কে কোরআনে করীম থেকে কিছু শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

মেরাজের সফর ও কোরআন

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সফরের আলোচনা কোরআনে করীমে খুবই শানদারভাবে বর্ণনা করেছেন, রাতের সংক্ষিপ্ত সময়ে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাকে নিজের দিকেই ইঙ্গিত করেন, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তারই জন্য, **যিনি** আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হ'তে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত।

সৈয়্যদ মুফতি মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মত (বিশ্বাস) এটাই যে, মেরাজ শরীফ (স্বপ্নে নয়) জাগ্রত অবস্থায় শরীর ও রূহ উভয়ের সাথেই সংগঠিত হয়েছে। (খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৫, বনি ইসরাঈল, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৫২৫ পৃষ্ঠা) এই আয়াতে মুবারাকায় যে অংশে মেরাজের বর্ণনা করা হয়েছে শুধু সেই

অংশও স্বয়ং খুবই আশ্চর্যজনক মুজিযা, কেননা মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসার মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে, অতএব কোন সাধারণ মানুষের মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাতারাতি গিয়ে আবার ফিরে আসা তো অনেক দূরের বিষয়, এক রাতে শুধু এক দিকের পথ অতিক্রম করাও সম্ভব ছিলো না। যেমনটি রূহুল বয়ান প্রণেতা হযরত আল্লামা ইসমাইল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার মধ্যে এক মাসেরও বেশী দূরত্ব ছিলো।

(রূহুল বয়ান, পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, ১নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/১০৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই কি মেরাজ হয়েছিলো? আর এতে কি কি ঘটনা সংগঠিত হয়েছিলো? আসুন! সংক্ষিপ্তাকারে শুনি।

মেরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** নবুয়তের ঘোষণা করেছিলেন এবং এক **আল্লাহ**র ইবাদতের দিকে আহ্বান করা শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই শিরক ও কুফরের লিপ্ত লোকেরা **তাঁর** প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছিলো। অথচ **তাঁর** মুবারক জীবন তাদের সামনেই ছিলো, যা শিশিরের চেয়েও বেশি পবিত্র, ফুলের চেয়েও বেশি সুবাসিত, সূর্য থেকেও বেশি আলোকিত এবং সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র ছিলো, এরপরও তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অস্বীকার করতে লাগলো, নবুয়তের স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে যখন নিরুত্তর হয়ে যেতো এবং যখন কিছুই করতে পারতো না তখন তাঁকে জাদুকর বলতো। অত্যাচারীরা তাঁর পথে কাটা বিছিয়ে দেয়, পাথরও বর্ষন করে, অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভাঙ্গে এবং ব্যাপকভাবে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে।

যাইহোক ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হতে লাগলো, অতঃপর এগারোতম বছর শুরু হলো, তখনও ঠাট্টা ও বিদ্রুপ এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন আগের মতোই অব্যাহত ছিলো আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার পরও সত্যকে সমুন্নত করতে মশগুল ছিলেন, এভাবে চলতে চলতে রজবুল মুরাজ্জব মাস চলে এলো আর যখন এর সাতাশতম রাত এলো তখন **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ মর্যাদা দান করা হলো যে, যা কেউ পায়নি আর কেউ পাবে না। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করা হলো, সকল ফিরিশতাদের সর্দার হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام **তাঁর** খেদমতে অত্যন্ত দ্রুতগামি বাহন বুরাক নিয়ে উপস্থিত হলো, ফিরিশতারা তাঁকে নওশা (দুলহা) সাজিয়ে দিলেন, খুবই সম্মানের সহিত বুরাকে আরোহন করানো হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায়ে মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন, সকল নবীগণ তাঁকে সম্ভাষণ জানান, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবীদের ইমামতি করেন, আসমানের পরিভ্রমণ করেন এবং এর আশ্চর্য বিষয়াবলী পর্যবেক্ষন করেন, প্রতিটি আসমানে বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে নিজের সাক্ষাত দ্বারা ধন্য করেন, অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছলেন এবং ঐ স্থানে পৌঁছলেন, যার পর সামনে অগ্রসর হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, এমনটি ঐ স্থানেই হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَامও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অপারগতা প্রকাশ করলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ স্থানে পৌঁছলেন যেখানে জ্ঞানও কিছুই কল্পনা করতে পারে না, আজিমুশ্মান নেয়ামত ও তাজাল্লিসমূহ প্রদান করা হয়েছে, প্রথমদিকে ৫০ ওয়াক্ত নামাযের উপহার **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে প্রদান করা হলো, যা কমতে কমতে পরবর্তিতে পাঁচ

ওয়াক্ত হিসেবে আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, জান্নাত ও দোযখের পরিভ্রমন করা হলো, সেই রাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** বিশেষ নৈকট্য অর্জন করেন এবং কপালের চোখে জগতের খালিক ও মালিকের দীদার করেন।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ১৫ পারা, সূরা বনী ইসরাঈল, ১নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৪১৫-৪১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজের সফরের জন্য বুরাক পাঠানোর হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনই আমরা শুনলাম, মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে বুরাক পাঠানো হয়েছিলো অথচ **আল্লাহ পাক** সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান, তিনি বুরাক ব্যতীতও **আপন মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিতে পারতেন কিন্তু এই কাজে অসংখ্য হিকমত ছিলো, যার মধ্যে একটি হিকমত হলো, যখন প্রেমিক তার ভালবাসার মানুষকে আহবান করে (ডাকে) তখন তার জন্য উন্নতমানের বাহন পাঠায়, কেননা এতে তার সম্মান হয়ে থাকে, আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও **আল্লাহ পাকের** মাহবুব, অতএব **তাঁর** সম্মানের জন্য **তাঁর** খেদমতে বুরাক পাঠানো হয়েছিলো। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ১/১৬১)**

তিন স্থানে নামায

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বুরাকে আরোহন করলেন এবং খুবই শান শওকতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা করলেন, সফরকালে একটি স্থানে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নেমে নামায পড়ার জন্য বলেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করলেন, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয

করলেন: আপনি জানেন যে, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি তায়্যিবায় (মদীনা শরীফে) নামায পড়েছেন এবং এদিকেই আপনি হিজরত করবেন অতঃপর আরো একটি স্থানে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নামায পড়ার জন্য বললেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়লেন, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: আপনি জানেন যে, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি তুর পর্বতে নামায পড়েছেন, যেখানে **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে তাঁর সাথে কথা বলার মর্যাদা দান করেছেন, অতঃপর আরো একটি স্থানে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নেমে নামায পড়ার জন্য বললেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করলেন, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এবারও আরয করলেন: আপনি জানেন যে, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি বাইতে লাহিমে নামায পড়েছেন, যেখানে হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শুভাগমন হয়েছিলো।

(সুনানে কুবরা লিন নাসায়ী, কিতাবুস সালাত, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৪৮)

হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কবর

যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কবর মুবারকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যা বালির লাল টিলার পাশে অবস্থিত, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهٖ অর্থাৎ হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, ৯৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬১৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাক দ্বারা জানতে পারলাম! **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তাকে **আল্লাহ পাক** ঐ দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, যা মাটির ভেতরেরর অবস্থাও দেখতো এবং

জানতো, আমরা সবাই জানি যে, কবর অনেক গভীর হয়ে থাকে, কবরের উপর মণ মণ মাটি থাকে কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির উৎকর্ষতা দেখুন যে, প্রবল গতি সম্পন্ন বুরাকে আরোহন অবস্থায় রয়েছেন, এরপরও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে দেখে নিলেন এবং এটাও জানালেন যে, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর মাযারে নামায পড়ছিলেন। এখানে এই বিষয়টিও মনে রাখবেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে যেখানে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্ভাষনের জন্য পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامও উপস্থিত ছিলেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বুরাকে তাশরীফ নিয়ে আসমানে পৌঁছেন, সেখানে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে ষষ্ট আসমানে সাক্ষাত হয়েছে, এথেকে জানা গেলো! আম্বিয়ায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ السَّلَام **আল্লাহ পাক** এমন ক্ষমতা প্রদান করেছেন যে, নূরী বুরাকও তাঁর নববী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারেনা, তাছাড়া এটাও জানা গেলো! **আল্লাহ পাকের** সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَامই ক্ষমতাবান, যখন অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামগনের عَلَيْهِمُ السَّلَام ক্ষমতার অবস্থা এমন তবে আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সকল নবীদেরও ইমাম এবং সবার সর্দারও, তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির অনুমান কেইবা করতে পারে? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ ইরশাদ করা: হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, আর যেই **মুস্তফা করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক দৃষ্টিতে কবরের ভেতরের অবস্থাও গোপন থাকে না, সেই **মুস্তফা করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি মুবারক

থেকে জগতের কোন কিছুই গোপন নয়, যিনি কবরের ভেতরের অবস্থা জানে তিনি আমাদের অন্তরের অবস্থাও জানেন এবং এটাও জানা গেলো! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর নূরানী কবরে জীবিত, কেননা যদি হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام শত শত বছর পূর্বে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে পর্দা করে নিয়ে নিজের কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারেন তবে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এরও ইমাম ও সর্দার।

বাইতুল মুকাদ্দাসে আম্বিয়ায়ে কিরামের ইমামতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ পবিত্র শহরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, যেখানে মসজিদে আকসা অবস্থিত, শহরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাবে ইয়ামনি দিয়ে প্রবেশ করেন অতঃপর মসজিদের দিকে গমন করেন। (আস সীরাতুল হালবিয়া, ১/৫২৩) **তাঁর** উচ্চ মর্যাদাকে প্রকাশ করার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام দের জড়ো করা হয়েছিলো। (সুনানে কুবরা লিন নাসায়ী, কিতাবুস সালাত, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৪৮) তাঁরা সবাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে স্বাগত জানালেন এবং নামাযের সময় সবাই ইমামতির জন্য সামনে অগ্রসর করলেন, অতঃপর হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام হাত মুবারক ধরে সামনে অগ্রসর করিয়ে দিলেন এবং সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি করলেন।

(মু'জামু আওসাত, ৩/৬৫, হাদীস ৩৮৭৯)

سُبْحٰنَ اللهِ! কতইনা সুন্দর সেই নামায ছিলো আর কিরূপ সুন্দর দৃশ্য ছিলো যে, সকল আম্বিয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام মুক্তাদি। নিঃসন্দেহে সৃষ্টি জগতে এরূপ নামায পূর্বে কখনো হয়নি, কিরূপ অনন্য এক পরিবেশ ছিলো যে, আযান প্রদানকারী ছিলেন ফিরিশতাদের সর্দার হযরত জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام, নামায আদায়কারীরা ছিলো আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام

আর নামাযের ইমাম ছিলো **সায়্যিদুল আম্বিয়া, নবী করীম** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, আকাশ বাতাস কখনো এরূপ দৃশ্য দেখেনি। যাই হোক আজ **মেরাজ রজনির দুলহা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম ও শেষ হওয়ার রহস্যও প্রকাশ হয়ে গেলো, এই রহস্য থেকেও পর্দা উঠে গেলো এবং এই বিষয়টি আলোকিত দিনের ন্যায় প্রকাশ হয়ে গেলো, কেননা আজ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু সর্বশেষ রাসূল, পূর্বের সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি করছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাত আসমানের সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বায়তুল মুকাদ্দাসের ঐ নূরানী এবং রহমতপূর্ণ পরিবেশ থেকে অবসর হয়ে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানের দিকে সফর শুরু করলেন, মুহূর্তেই প্রথম আসমানে এসে গেলেন, প্রথম আসমানে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হলো, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সালাম করলেন, হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام উত্তর দিলেন এবং স্বাগত জানালেন, অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বিতীয় আসমানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে সালাম করলেন. তাঁরা সালামের উত্তম দিলেন অতঃপর তাঁরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানালেন, এরপর তৃতীয় আসমানে গেলেন, সেখানে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হলো, অথঃপর চতুর্থ আসমানে গেলেন, সেখানে হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হলো এরপর পঞ্চম আসমানে গেলেন, সেখানে হযরত হারূন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হলো, অতঃপর

ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হলো এরপর সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হলো, সবাইকেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালাম করলেন এবং সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام খবুই শানদারভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানালেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিবুল আনসার, ২/৫৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৮৭)

আল্লাহ্ পাকের দীদার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসমানের পরিভ্রমনের পর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত অবস্থায় কপালের চোখে আপন **প্রতিপালকে**র দীদার করেছেন যে, কোন পর্দা ছিলো না, কোন সময় ছিলো না, ছিলো না কোন মকান, ফিরিশতা ছিলো না, ছিলো না কোন মানুষ আর কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি কথা বলার মর্যাদাও অর্জন করেন, মনে রাখবেন! সমগ্র জগতের সকল নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো কপালের চোখে জাগ্রত অবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র দীদার করা, কিন্তু **আল্লাহ পাক** কোন নবীকে কপালের চোখে জাগ্রত অবস্থায় আপন দীদার দান করেননি, এই প্রশ্ন তো হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুবারক ঠোঁটেও এসে গিয়েছিলো এবং **আল্লাহ**র দরবারে আরয করলেন: "رَبِّ اَرِنِیْ অর্থাৎ হে দয়ালূ **প্রতিপালক**! আমাকে তোমার দীদার দাও!" ইরশাদ করলেন: "لَنْ تَرٰىنِیْ অর্থাৎ তুমি আমাকে কখনোই দেখবে না।" কিন্তু যখন পালা এলো **আপন প্রিয় হাবীব, আমেনার লাল, মাহবুবে রব্বে যুলজালাল, নবীয়ে বে-মেসাল, উম্মতের গমখোয়ার, সরওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, বাইচে তাখলিখে কায়েনাত, মুয়াল্লিমে কায়েনাত, মাকছুদে কায়েনাত, আসলে কায়েনাত, রূহে কায়েনাত, জানে কায়েনাত, মাম্বায়ে কামালাত, সৈয়্যদে কওন ও মকান, সৈয়্যদে ইনস ও জাঁ, সাহেবে কোরআন, সৈয়্যদুল**

আম্বিয়া, হাবীবে খোদা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তখন স্বয়ং জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে বাহনসহ পাঠিয়ে ব্যাপক প্রটোকল (Protokol) এর সহকারে **আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং আপন দীদার দ্বারা ধন্য করলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজ শরীফের বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ হতে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনি সম্পর্কে শুনতে এবং ইলমে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী শিখতে, নেকীর উপর অটলতা অর্জন করতে, সুন্নাতের অনুসারী হতে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অবলম্বন করুন, কেননা নেককারদের সহচর্যে বসাতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকী করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ কোন নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, অতএব যদি আমরা চাই যে, আমরা যেনো ঈমানের হিফাযতকারী হয়ে যাই, তবে আজই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে যান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা মেরাজে সফর সম্পর্কে শুনছিলাম, এটি ঐ আশ্চর্যজনক সফর ছিলো, যা শুনে শ্রবনকারী স্তব্ধ হয়ে যায়, জ্ঞানকে সকল সম্পদের মূল মনে করাদের কুফর ও অস্বীকার আরো প্রবল হয়ে যায় আর আশিকানে রাসূলের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়। যাইহোক ফিরে আসার পর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর এই সফর

সম্পর্কে মানুষকে বললে তখন যারা তাঁর শত্রু ছিলো তারা তা অস্বীকার করলো আর প্রিয় নবী, আরশের পরিভ্রমনকারী **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঠাট্টা করতে লাগলো, এটা ঐ সকল মানুষের ব্যবহার ছিলো যারা ইসলামের শত্রু ছিলো, কিন্তু **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসারীরা যাদের মধ্যে আমীরুল মুমিনিন হযর সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজে ঘটনা শুনলেন তখন তার অনুভূতি কিরূপ ছিলো? আসুন! শুনি:

সিদ্দিকে আকবরের চমৎকার অনুভূতি

যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলে মুশরিকরা দৌড়ে আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে গেলো আর বলতে লাগলো: "هَلْ لَكَ اِلٰى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ اَنَّهُ اَسْرٰى بِهِ اللَّيْلَةَ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدَس؟ অর্থাৎ আপনি কি এই সত্যতা স্বীকার করতে পারেন যে, আপনার সাথী বললো: তিনি রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা ভ্রমন করেছেন?" তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "اَوَ قَالَ ذٰلِكَ؟ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি আসলেই এরূপ ইরশাদ করেছেন?" তারা বললো: "জি হ্যাঁ।" হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "لَئِنْ قَالَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَدَقَ অর্থাৎ যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ ইরশাদ করেন, তবে নিঃসন্দেহে সত্য বলেছেন।" তারা বললো: "اَوَ تُصَدِّقُهُ اَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدَس وَ جَاءَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ؟ অর্থাৎ আপনি কি এই আশ্চর্যজনক কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি আজ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গেছেন এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই ফিরেও এলেন?" তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "نَعَمْ! اِنِّیْ لَاُصَدِّقُهُ فِيْمَا هُوَ اَبْعَدُ مِنْ ذٰلِكَ اُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِیْ غَدْوَةٍ اَوْ رَوْحَةٍ জি

হ্যাঁ! আমি তো **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসমানী বার্তা সমূহেরও সকাল সন্ধ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে তা তো এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক বিষয়।" ব্যস এই ঘটনার পর হযরত আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **"সিদ্দিক"** হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

(মুস্তাদরিক, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা, ৪/২৫, হাদীস ৪৫১৫)

বায়তুল মুকাদ্দাস ও ব্যবসায়ী কাফেলার খবরাখবর

তাদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিলো যে, যারা বায়তল মুকাদ্দাসকে দেখেছে, তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করতে লাগলেন, এমনকি কিছু কিছু বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হলে তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে দারে আকীল এর পাশে এনে রেখে দেয়া হলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা দেখে দেখে সকল নিদর্শনাদী বর্ণনা করে দিলেন। এতে লোকেরা চিৎকার করে উঠলো: **আল্লাহ**র শপথ! সকল নিদর্শনাবলী একেবারেই সঠিক। **(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ১৬/৪৪৩, হাদীস ৩২৩৫৮)**

অনেকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট তাদের কাফেলার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা অন্য দেশ থেকে ব্যবসা করে ফিরে আসছিলো, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে কাফেলা সম্পর্কে জানালেন এবং তাদের আগমনের সময় ও স্থান সম্পর্কেও অবহিত করে দিলেন। সবকিছু **তাঁর** কথা অনুযায়ীই হলো, তবুও তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত ও রিসালতের প্রতি ঈমান আনয়নের পরিবর্তে উল্টো **তাঁকে** জাদুকর অপবাদ দিতে লাগলো। **(খাচায়িচুল কুবরা, ১/২৮০-২৯৮)**

অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের **অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনাবলীও জানিয়ে দিয়েছেন এবং অন্য দেশের ব্যবসায়ী কাফেলার ফিরে আসার সময়ও জানিয়ে দিলেন আর তাদের স্থানও সংবাদ দিলেন, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সেই রাতে বিশেষ মহত্ব দ্বারা ধন্য করেন, আমাদের উচিৎ, আমরা সর্বদা শুধু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের আলোচনা করতে থাকবো না বরং তাঁর প্রতি আমাদের সত্যিকার ভালবাসার প্রকাশের জন্য সুন্নাতের উপর অধিকহারে আমল, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং অধিকহারে নেক আমল করে নিজের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবো। মনে রাখবেন! মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেমনিভাবে জান্নাতে অনুগত বান্দাদের উপর হওয়া **আল্লাহ**র নেয়ামত পর্যবেক্ষণ করেছেন তেমনিভাবে জাহান্নামে অবাধ্যদেরকে **আল্লাহ** কহরে গ্রেফতারও দেখেছেন, যারা তাদের গুনাহের কারণে খুবই যন্ত্রণাদায়ক আযাবে লিপ্ত। আসুন! শিক্ষা অর্জনের জন্য এর মধ্য থেকে কয়েকটি আযাব সম্পর্কে শুনি।

নিজের মাংস ভক্ষণকারী লোক

মেরাজের রাতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোকদের পাশ দিয়ে গমন করেন, যাদের উপর কিছু লোক নিযুক্ত ছিলো, তাদের মধ্যে অনেকে ঐ লোকদের চোয়াল খুলে রেখেছিলো এবং অপর লোকেরা তাদের মাংস কাটতো এবং রক্তসহ তাদের মুখে ঢুকিয়ে দিতো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এরা কারা? আরয করলো: এরা মানুষের গীবত ও তাদের দোষ অন্বেষণকারী।

(মুসনাদে হারিস, কিতাবুল ঈমান, ১/১৭২, হাদীস ২৭)

পেটের ভেতর সাপ

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মেরাজের রাতে কিছু লোকের নিকট এলেন, যাদের পেট বড় বড় ছিলো এবং এর ভেতর সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? বললো: এরা সূদখোর। **(ইবনে মাজাহ. কিতাবুত তিজারত, ৩/৭১, হাদীস ২২৭৩)**

মাথা পিষ্ট করার আযাব

মেরাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোকদের পাশ দিয়ে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাদের মাথা পাথর দ্বারা পিষ্ট করে দেয়া হচ্ছিলো, প্রতিবার পিষ্ট করার পর তা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যেতো এবং (আবারো পিষ্ট করে দেয়া হতো), এই ব্যাপারে তারা কোন অলসতা করছিলো না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা হলো ঐ লোক, যাদের মাথা নামাযের জন্য ভারী হয়ে যেতো (অর্থাৎ তারা ফরয নামায ছেড়ে দিতো)।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ঈমান, ১/২৩৬, হাদীস ২৩৫)

আগুনের ডালে ঝুলন্ত লোক

মেরাজের রাতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোযখে কিছু এমন লোকও দেখেন, যারা আগুনের ডালে ঝুলে ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা হলো ঐ লোক, যারা দুনিয়ায় নিজের পিতামাতাকে গালি দিতো। **(আয যাওয়াজির, ২/১৩৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামে যেসকল লোকদের আযাবে লিপ্ত দেখেছেন তাদের মধ্যে গীবতকারী, সূদখোর, বেনামাযী এবং

পিতামাতাকে গালি প্রদানকারীও ছিলো। আমাদের উচিৎ, আজই সত্যিকার অন্তরে গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয়া, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়া, আমরা জানিনা যে, আমাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে? **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুক। বর্ণিত আছে: মেরাজের রাতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি স্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাকে **"মুস্তাওয়া"** বলা হয়, সেখানে তিনি কলম চলার আওয়াজ শুনেন। (বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১/১৪১, হাদীস ৩৪৯) এটি হলো সেই কলম, যাদ্বারা ফিরিশতারা প্রতিদিনকার **আল্লাহ**র আহকাম লিখে থাকে এবং লৌহে মাহফুয থেকে এক বছরের ঘটনাবলী আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করতেন, অতঃপর এই পৃষ্ঠাগুলো শাবানের পনেরতম রাতে সংশ্লিষ্ট কর্মরত ফিরিশতাদেরকে সমর্পণ করে দেয়া হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৫৫)

শাবানুল মুয়াযযমের প্রতি বিশেষ ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমলনামা পরিবর্তনের হিসেবে শাবানুল মুয়াযযম মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অতিশীঘ্রই এই ইসলামী মাস আগমন করছে, আমাদের উচিৎ, ফরয ও ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি শাবানুল মুয়াযযমে নফল নামায এবং নফল রোযাও অধিকহারে রাখা, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মুবারক মাসকে আমার নিজের দিকে সম্পর্কীত করে ইরশাদ করেন: شَعْبَانُ شَهْرِیْ وَ رَمَضَانُ شَهْرُ الله অর্থাৎ শাবান আমার মাস এবং রমযান **আল্লাহ পাকে**র মাস। (জামে সগীর, ৩০১, হাদীস ৪৮৮৯)

শা'বানের রোযার ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাবানুল মুয়াযযমের নফল রোযাকে রমযানুল মুবারকের ফরয রোযার পর সবচেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা

দিয়েছেন। এই মাসে বান্দার আমল **আল্লাহ পাকে**র দরবারে পৌঁছানো হয়ে থাকে, তাই উম্মতকে রোযা রাখার উৎসাহ দেয়ার জন্য **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মাসে নিজেও রোযা রাখতেন। আসুন! শাবানুল মুয়াযযমের রোযার ব্যপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

১. **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো: রমযানের পর কোন রোযা উত্তম? ইরশাদ করলেন: রমযানের সম্মানার্থে শা'বানের রোযা রাখা। (শুয়াবুল ঈমান, বাবুস সিয়াম, ৩/৩৭৭, হাদীস ৩৮১৯)

২. উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরো শা'বানের রোযা রাখতেন। আমি আরয করলাম: আপনার নিকট সকল মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দ কি শা'বানে রোযা রাখা? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! **আল্লাহ পাক** এই বছর মৃত্যুবরনকারী প্রতিটি প্রাণ লিখে দেন এবং আমার এটা পছন্দ যে, আমার বিদায়ের সময় যখন আসবে তখন যেনো আমি রোযাদার হই।
(মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আয়েশা, ৪/২৭৭, হাদীস ৪৮৯০)

৩. ইরশাদ করেন: রজব ও রমযানের মধ্যবর্তি একটি মাস, মানুষ এর প্রতি উদাসীন। এতে মানুষের আমল সমূহ **আল্লাহ**র প্রতি উঠিয়ে নেয়া হয় এবং আমার এটা পছন্দ যে, আমার আমল এই অবস্থায় উঠানো হোক আর আমি রোযাদার হই। (শুয়াবুল ঈমান, বাবুস সিয়াম, ৩/৩৭৭, হাদীস ৩৮২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! আমাদের **নিষ্পাপ আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের অবস্থা এমন ছিলো যে,

তিনি এই পবিত্র মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নফল ইবাদত অনেক বেশি করতেন আর অপরদিকে আমরা যে, আমাদের জীবনে জানিনা কত শাবানুল মুয়াযযমের মুবারক মাস আগমন করেছে এবং ক্ষমা ও মাগফিরাতের বার্তা বন্টন করে বিদায় নিয়ে গেছে, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই মুবারক মাসে নিজেদের গুনাহ থেকে তাওবা, ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় ইচ্ছা, ফরয নামায, সদকা ও খয়রাত, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদ, রোযা এবং অন্যান্য নফল ইবাদতের আধিক্য, তাছাড়া **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করাতে বিফল ছিলাম। যাইহোক, **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করা, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও মুক্তি অর্জনের জন্য আমাদের অধিকহারে ইবাদত করা উচিৎ, রজব ও শাবান মাসে নফল রোযা রাখা উচিৎ, শাবানুল মুয়াযযমের পুরো মাস বিশেষ করে **১৫** শা'বানে অধিকহারে ইবাদত ও ইস্তিগফার করা উচিৎ আর এর পাশাপাশি **আল্লাহ পাকে**র নিকট দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণের জন্য দোয়াও প্রার্থনা করতে থাকা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد